# আবদুল গাফফার চৌধুরী (সম্পাদিত গ্রন্থ)

- বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)
- অন্যান্য গ্রন্থ : ইতিহাসের রক্ত পলাশ: পনেরই আগস্ট
- বাঙ্গালির অসমাপ্ত যুদ্ধ
- বঙ্গবন্ধু: মধ্যরাতের সূর্যতাপস

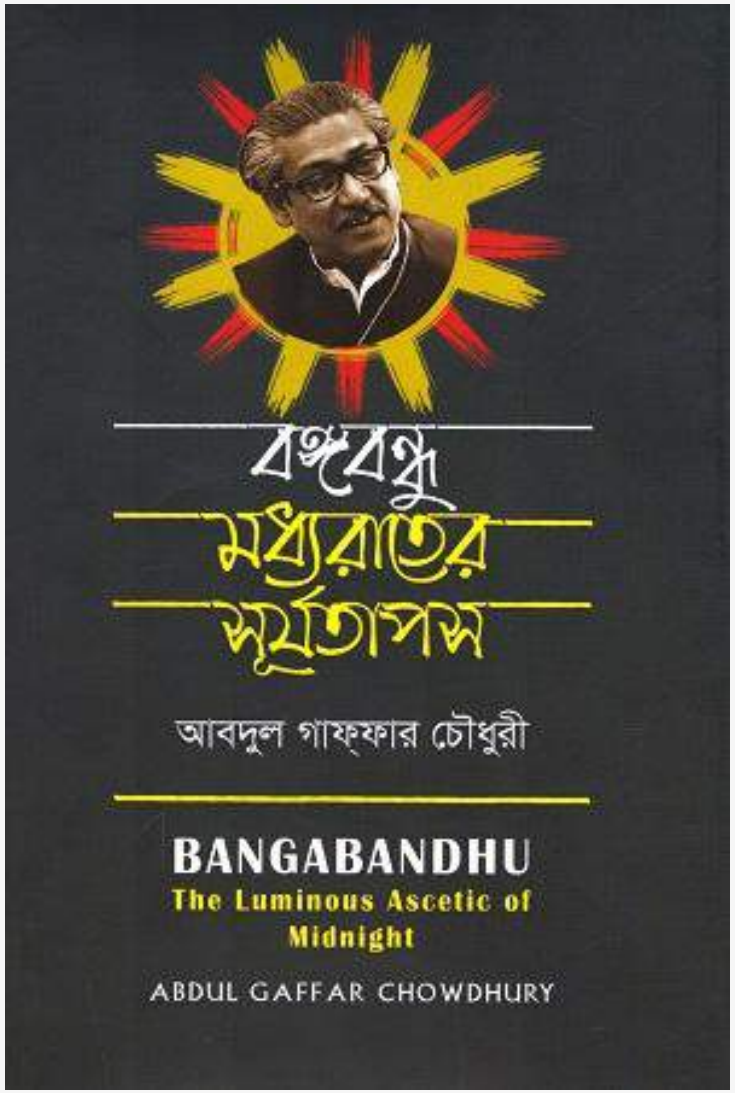

# আবদুল মান্নান সৈয়দ

৩ আগস্ট ১৯৪৩; চব্বিশ পরগনা, ভারত

মৃত্যু - ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০।

ছদ্মনাম : অশোক সৈয়দ

পরাবাস্তব কবি হিসেবে পরিচিত

# আবদুল মান্নান সৈয়দ: প্রবন্ধগ্রন্থ

১) শুদ্ধতম কবি (১৯৭০)

২) করতলে মহাদেশ

# আবদুল মান্নান সৈয়দ: উপন্যাস

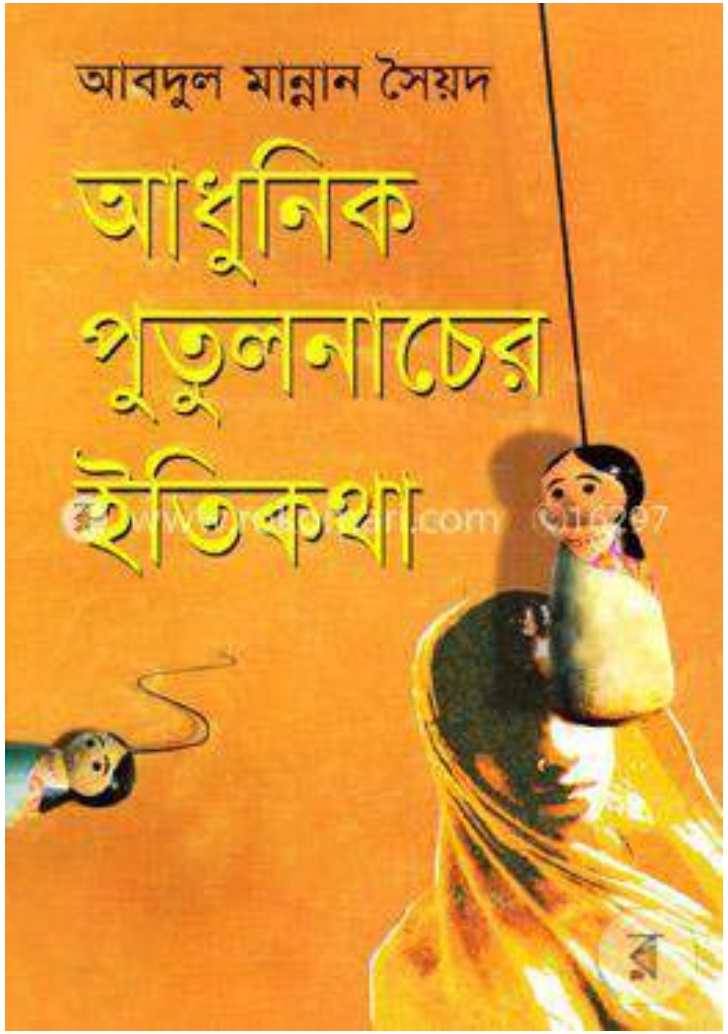


পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী (১৯৭৪)

**আধুনিক পুতুলনাচের ইতিকথা**

# আবদুল মান্নান সৈয়দ

ছোটগল্পগ্রন্থ : ১) সত্যের মতো বদমাশ

# সত্যের মতো বদমাশ

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ **'সত্যের মতো বদমাশ'** (১৯৬৮)। এই গল্প গ্রন্থের একটি বহুল আলোচিত গল্প **'সত্যের মতো বদমাশ'**। এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র **নিষিদ্ধ গল্পগ্রন্থ**। অশ্লীতার অভিযোগে তৎকালীন সরকার কর্তৃক এ গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সে **নিষেধাজ্ঞা অবমুক্ত হয়।**

ছোটগল্প **'সত্যের মতো বদমাশ'** গল্পে **কিশোরটি মায়ের সঙ্গে মেলায় গেছে**, সেখানে সে যা দেখে তাই তাকে প্রলুব্ধ করে, একসময় তার মা ওই মেলায় **হারিয়ে যায়**, কিন্তু কীভাবে হারালো সে বোঝে না, সমাজে কতো মানুষের বাস, তার ভেতর থেকে ভালো-মন্দ বিচার করা কঠিন, যারা তাকে জোরজবরদস্তি নাগরদোলায় তুলে নিতে চেয়েছিলো তারাই তাহলে মাকে ছিনতাই করে, নাকি অন্য কেউ বা অন্য কোনো বদলোকের দল, মানুষ শয়তান, কারণ মানুষই বনের টিয়াকে কথা শেখায়, **মানুষই বদমাশ** কারণ তার ভেতর স্বার্থপরতার যে আগুন দাউ-দাউ প্রজ্বলিত হয়, তার মধ্যে খারাপের ইঙ্গিতই বেশি।

**সমাজের ভেতরের অনেক অসংগতি** মান্নান সৈয়দ **পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ** দিয়ে তার গল্পকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়েছেন, মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ আছে আবার এই মানুষই সুন্দরের পূজারি। কিশোরকে ওরা চারজন বদমাশ কবরে যাবার খাটিয়ার চারটি পায়ার মতো বয়ে নিয়ে যায়, কারণ এই চারজন শয়তান কিশোরের মাকে পায়নি ভোগের জন্য হয়তো তাই **কিশোরটিকে নিয়ে তার কামচরিতার্থ করবে**। মানুষ এভাবেই হারিয়ে যায় সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে, কিন্তু এসব পাপাচার যারা অহরহ করে তাদের টিকির দেখা মেলে না, সমাজ তাদের চেনে কি চেনে না সেটা হয়তো ভুলে যায় কিন্তু মানুষের স্বরূপ এভাবেই উন্মোচিত হয়।

# আবদুল মান্নান সৈয়দ

অন্যান্যগ্রন্থ: ১) নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা

২) জীবনানন্দ দাশ ৩) জীবনানন্দ ৪) জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলি ৪) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প ৬) নজরুল জীবনী ।

# মোতাহের হোসেন চৌধুরী

- জন্ম: ১৯০৩, নোয়াখালী

- বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির আন্দোলন হিসেবে পরিচিত **‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’**-এ কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের সহযোগী ছিলেন। **ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন**

মোতাহের হোসেন চৌধুরী: **গ্রন্থ**

# সংস্কৃতি কথা

# মোতাহের হোসেন চৌধুরী

## উক্তি

১) রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ ।

২) ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম ।

# প্রমথ চৌধুরী

- প্রমথ চৌধুরী ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে পিতার কর্মস্থল যশোরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে।
- ছদ্মনাম: বীরবল, নীললোহিত
- তিনি মূলত প্রাবন্ধিক।

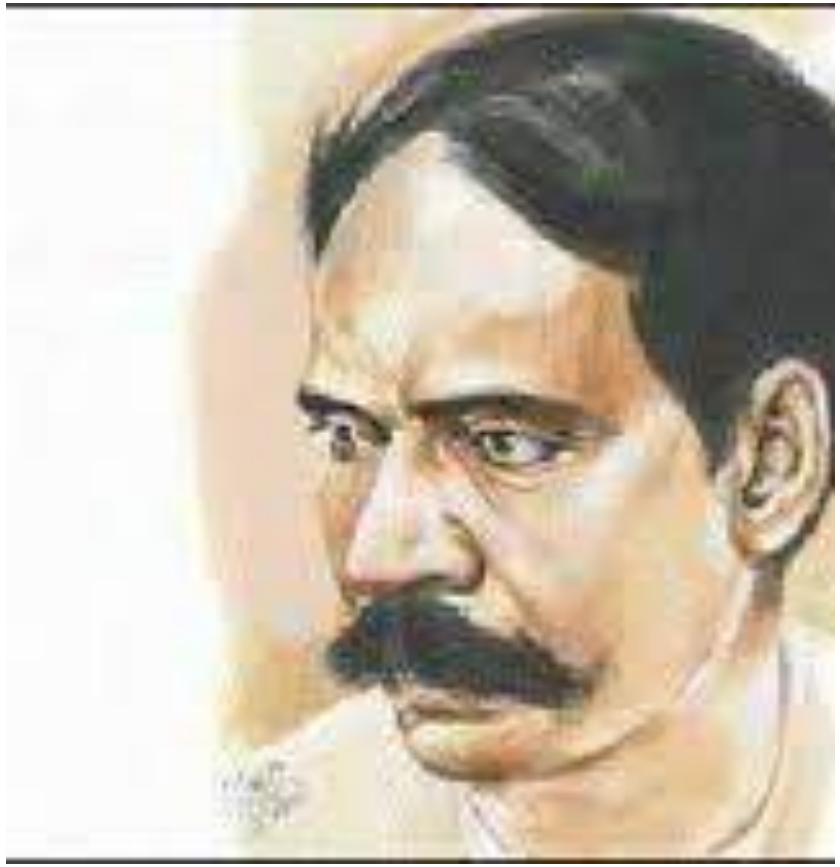

# প্রমথ চৌধুরী

- তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং **বাংলা গদ্যে চলিত ভাষারীতির প্রবর্তক।**
- তিনি বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন।
- রবীন্দ্রনাথের কথ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস শেষের কবিতা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হলে তার চলিত ভাষার আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

# বীরবলের হালখাতা

- তার প্রথম প্রবন্ধ ‘জয়দেব’ প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯৩ সালে।
- তাঁর চলিত রীতির প্রথম গদ্য রচনা ‘হালখাতা’ ভারতী পত্রিকায় ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

# প্রবন্ধ-গ্রন্থ

তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬

বীরবলের হালখাতা (১৯১৬) তার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। এতে মোট ত্রিশটি প্রবন্ধ রয়েছে।

রায়তের কথা (১৯২৬)

প্রবন্ধ সংগ্রহ

# গল্পগ্রন্থ

চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)

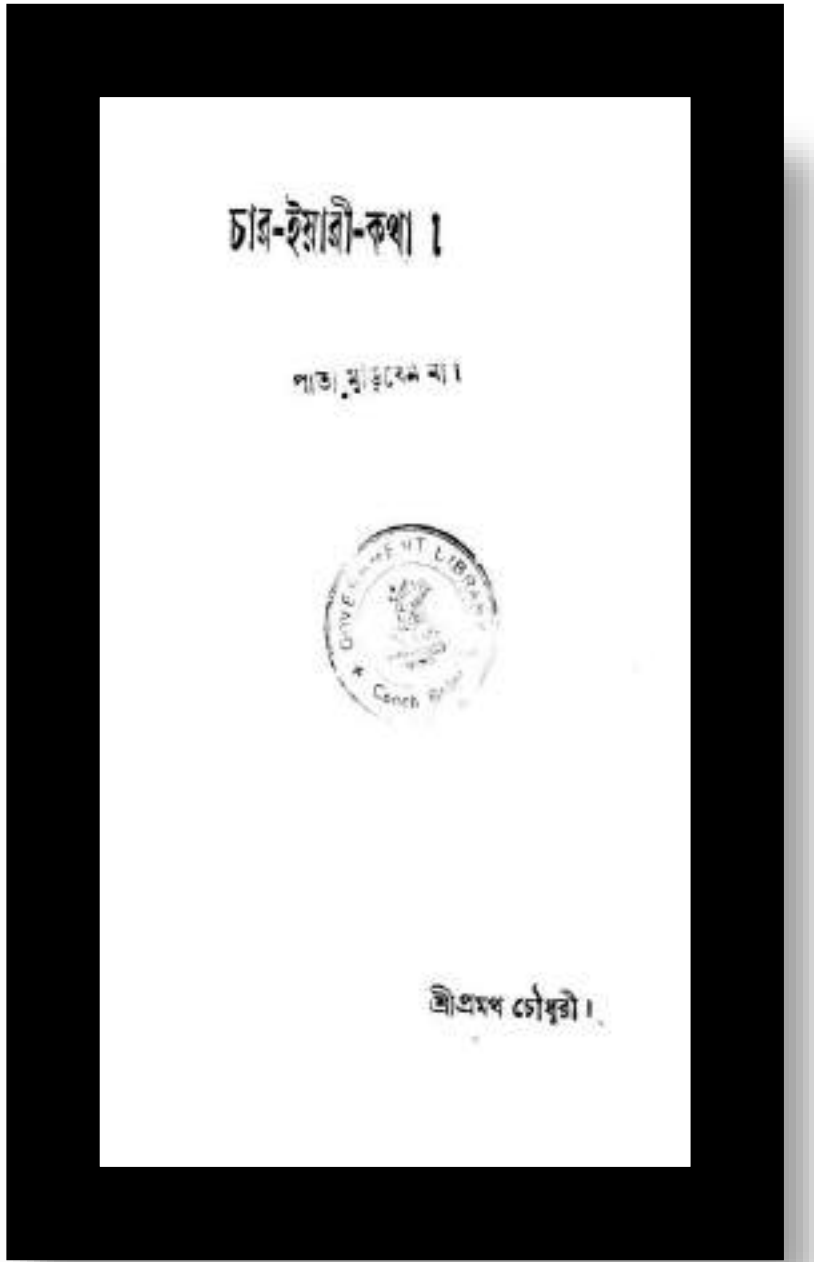

# বিখ্যাত উক্তি: প্রমথ চৌধুরী

- সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
- ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। (প্রবন্ধ সংগ্রহ)
- সাহিত্য জাতির দর্পন স্বরূপ।
- মনোজগতে বাতি জ্বালানোর জন্যে সাহিত্যচর্চার বিশেষ প্রয়োজন ।
- জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারদিক ছড়াইয়া পড়িবে।
- ইহা সত্যকে সুন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়াছে।
- যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়।
- মন উচুঁতে উঠতে চায় নীচুতেও নামতে চায় ।

# সেলিম আল দীন

- জন্ম : ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৯, ফেনীর সোনাগাজী ।
  মৃত্যু : ১৪ জানুয়ারি, ২০০৮।
- নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের সমাধি : জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ।
- প্রকৃতনাম : মঈনউদ্দিন আহমদ ।

# সেলিম আল দীন

তিনি তাঁর সৃষ্টিকে / শিল্প চিন্তাকে : কথানাট্য নাম দিয়েছেন ।

তাঁর বিশিষ্টতা : নাটকে লোকজ উপাদানের সঙ্গে পুরাণের সমন্বয় সাধন ।

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও তিনি মিলে- 'গ্রাম থিয়েটার' (১৯৮১-১৯৮২) প্রতিষ্ঠা করেন ।

* তিনি 'একাত্তরের যীশু' চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনা করেন : ১৯৯৪ সালে।

# সেলিম আল দীনের নাটক

১. মুনতাসীর ফ্যান্টাসী ২. কেরামতমঙ্গল ৩. চাকা
৪. কীত্তনখোলা ৫. চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারি ৬. যৈবতী কন্যার মন
৭. এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা ৮. জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন
৯. বনপাংশুল ১০. হাতহদাই

টিভিতে প্রচারিত প্রথম নাটক : **'লিব্রিয়াম'** (১৯৭০) এর পরিবর্তিত নাম **'ঘুম নেই'** ।

- কিত্তনখোলা (১৯৮৬) নিয়ে আবু সাইয়িদ ২০০০ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ।
- চাকা (১৯৯১) কথানাট্য নিয়ে মোরশেদুল ইসলাম ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

P2A

# আবুল ফজল

**আবুল ফজল** (১ জুলাই ১৯০৩-৪ মে ১৯৮৩) বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি মূলত একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রবন্ধকার। তার প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি ঢাকার ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজের' (১৯২৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ।

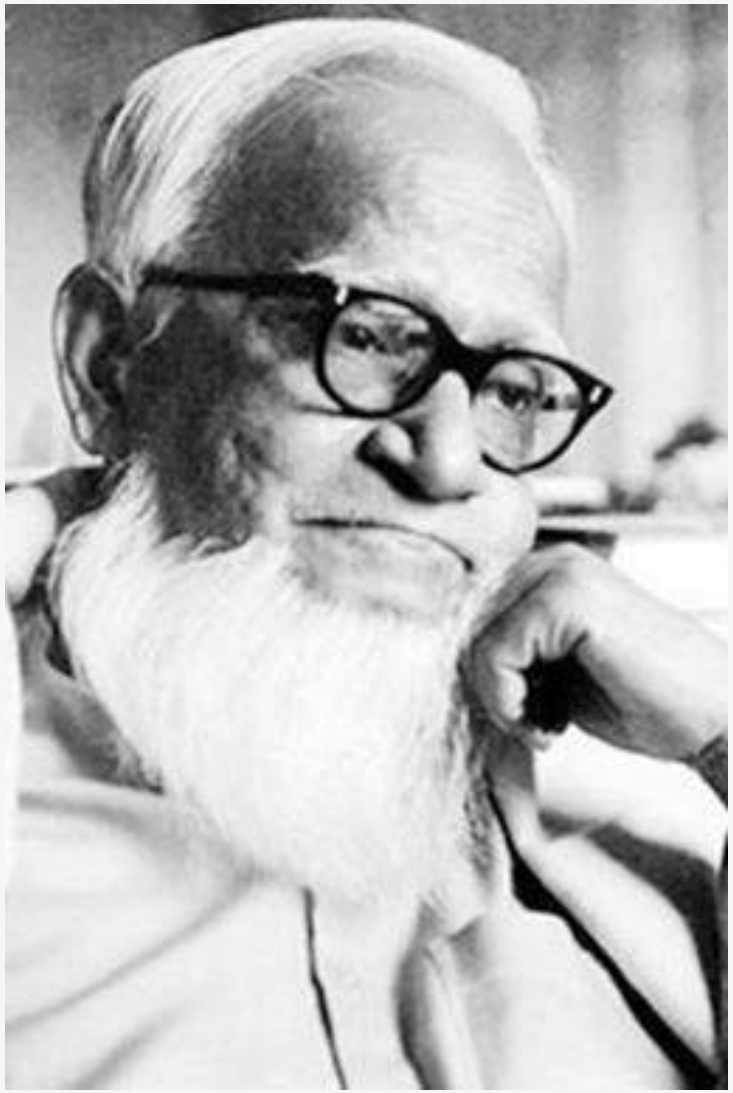

# আবুল ফজল

- তাঁকে মুক্ত বুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী বলা হয়।
- তিনি **'বুদ্ধির মুক্তি'** আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ।
- বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূলকথা ছিল :

  "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব ।"

# বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

১৯২১ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পরই তা পরিণত হয়েছিল মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল (বর্তমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ছাত্র-সংসদের অফিস রুমে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত হয় **'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'**। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন।

কয়েকজন ছাত্র-শিক্ষক এবং জ্ঞানবোদ্ধার মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এর মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। আবুল হুসেন ছাড়াও শিখা গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭- ১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবদুল কাদির (১৯০৬- ১৯৮৪), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮) প্রমুখ।

বাঙালি মুসলমানদের সার্বিক মুক্তির আশায় জ্ঞানচর্চার প্রসারই ছিল এই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। জ্ঞান আর মুক্তবুদ্ধির চর্চার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সমাজের হাত ধরে শুরু হয় প্রগতির পথে নতুন যাত্রা **'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'**।

# বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **অধ্যাপক আবুল হুসেনের** নেতৃত্বে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুসলমান সমাজের যে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা বিরাজমান ছিল, সেসব দূরীকরণই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই সমাজ তাদের মুখপত্র হিসেবে **'শিখা'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত, যার প্রতিটি সংখ্যায় লেখা থাকত **'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'**। প্রথম সম্পাদক: আবুল হুসেন । পত্রিকার ৫ম সংখ্যা (১৯৩১) সম্পাদনা করেন **আবুল ফজল** ।

কলকাতার দি বেঙ্গলি পত্রিকা সাহিত্য সমাজের এই আদর্শকে বুদ্ধির মুক্তি নামে অভিহিত করে। আবদুল ওদুদ তাঁর এক প্রবন্ধে 'বুদ্ধির মুক্তি' শব্দটি উচ্চারণ করেন। এসব থেকেই একসময় মুসলিম সাহিত্য সমাজের আন্দোলনই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন গঠিত হয় কয়েকজন আলোকিত মানুষের উদ্যোগে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন **কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল** প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক। মুসলমানদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি ও জ্ঞানের রাজ্যে আহ্বান করাই ছিল এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

# উপন্যাস

- চৌচির (১ম উপন্যাস)

# চৌচির (১ম উপন্যাস)

আবুল ফজলের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হল 'চৌচির'।

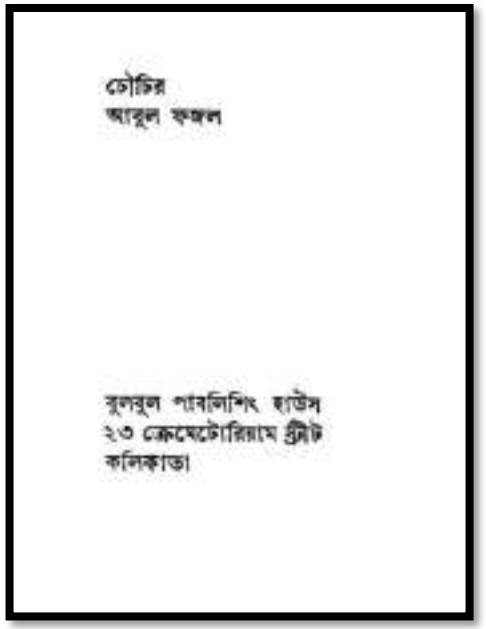


এই 'চৌচির' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিক বাংলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর **নারী সমাজের দুর্দশাময় করুণচিত্র** আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সমগ্র নারী সমাজকে এক ভয়ঙ্কর অসহনীয় অবস্থার দিকে। ঠেলে দেয়, তার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা **'চৌচির'** উপন্যাসের মধ্যে পাই।

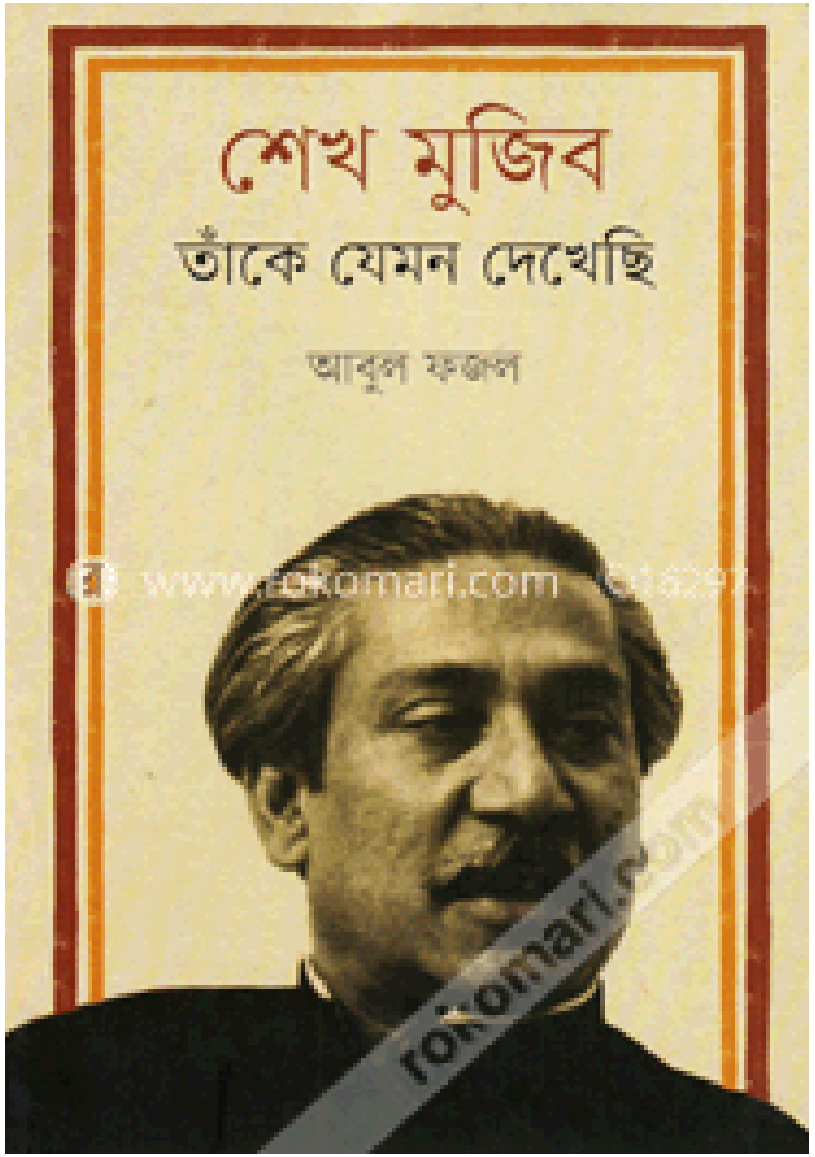


# জীবনী ও স্মৃতিকথা

১) শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি

২) সাংবাদিক মুজিবর রহমান

# আত্মকাহিনি

## দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর বাসভবন ‘সাহিত্য নিকেতনে’ চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা মিলিত হয়ে গড়ে তোলেন ‘শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ’। আবুল ফজল এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং **দুর্দিনের দিনলিপি** রচনা করেন

## রেখাচিত্র (১৯৬৬)

তার স্মৃতিচারণ বিষয়ক গ্রন্থ ‘রেখাচিত্র’তে পিতার বিষয়ে স্মরণ করছেন। পিতার নির্দেশে তিনি ওকালতি পাঠ বাদ দিলেও বাংলা ভাষায় লেখালেখি বাদ দেননি। এর মাধ্যমে তিনি বংশ পরম্পরায় চলে আসা গোঁড়া রীতি ভেঙে দিলেন।

# বিহারীলাল চক্রবর্তী

জন্ম: ১৮৩৫, কলকাতায়।

মৃত্যু: ১৮৯৪ কলকাতায়।

পারিবারিক পদবী: চট্টোপাধ্যায়

# বিহারীলাল চক্রবর্তী

গীতিকবিতার প্রবর্তক

উপাধি: ভোরের পাখি, বাংলা গীতি কবিতার জনক

# বিহারীলাল চক্রবর্তী

বিহারীলাল চক্রবর্তী-ই প্রথম যিনি কবিতায় নিজের মনের কথা বলেছেন। তার আগে কবিতায় এমন ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় নি। **তিনি মহাকব্যের যুগে প্রথম সচেতন গীতিকবি।**

পরবর্তীতে অনেকেই তাকে অনুসরণ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ তাকে **'ভোরের পাখি'** বলে আখ্যায়িত করেন।

# বিহারীলাল চক্রবর্তী: কাব্য

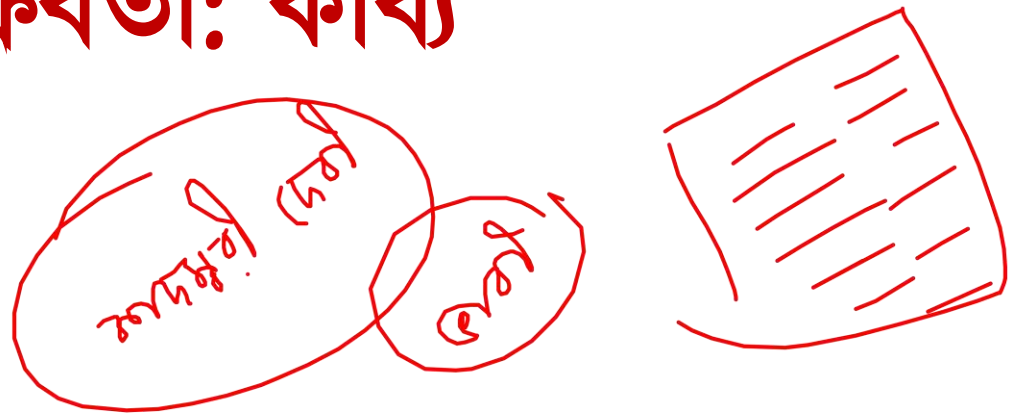

- স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকাব্য।
- সারদামঙ্গল (১৮৭৯) তার শ্রেষ্ঠ রচনা।
- বঙ্গসুন্দরী
- সাধের আসন (১৮৮৯): সারদামঙ্গল কাব্যের পরিশিষ্ট ‘সাধের আসন'। বিহারীলালের ‘সারদামঙ্গল' কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি কাদম্বরী দেবী নিজের হাতে একটা আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছিলেন। আসনের উপর প্রশ্নচ্ছলে কার্পেটের অক্ষরে লেখা ছিল 'সারদামঙ্গল’ কাব্যের কয়েকটা লাইন। এর উত্তরে কবি রচনা করেন একটি কাব্য। কাদম্বরী দেবীর উপহারের কথা স্মরণ করেই বিহারীলাল এ কাব্যের নামকরণ করেন ‘সাধের আসন'।

# সুকান্ত ভট্টাচার্য

## ১৯২৬-১৯৪৭

- জন্ম: কলকাতার কালীঘাটে
- মৃত্যু: মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে

# সুকান্ত ভট্টাচার্য

উপাধি

কিশোর কবি

# কাব্যগ্রন্থ

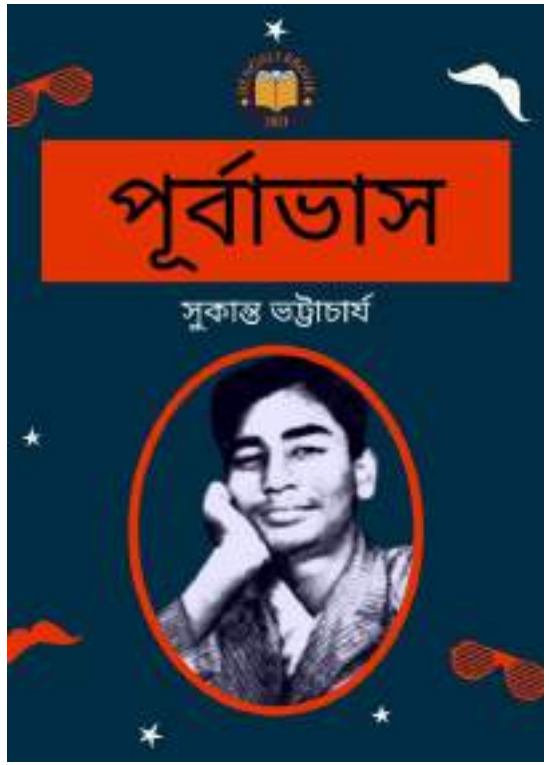

ছাড়পত্র

অভিযান

ঘুম নেই

হরতাল

পূর্বাভাস

গীতিগুচ্ছ

মিঠেকড়া

# সুকান্ত: বিখ্যাতউক্তি

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ
আমার অঙ্গীকার।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুদ্ধ স্বদেশ ভূমি।

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে-মরে ছাড়খার তবু মাথা নোয়াবার নয়। (দুর্মর)

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে।

# আবুল মনসুর

জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, ধনিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ ।

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ১৯৭৯, ঢাকা ।

সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক

তিনি খেলাফত, অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ।

# স্মৃতিকথা

- আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
- শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু

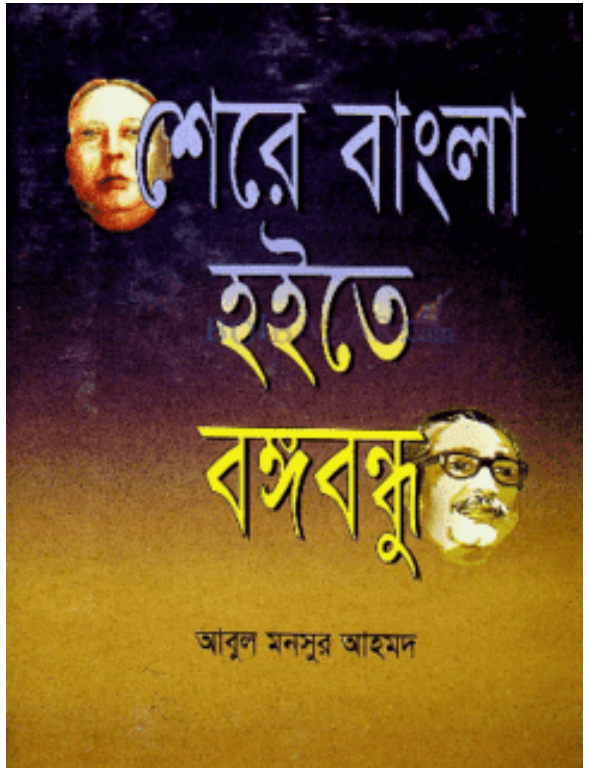


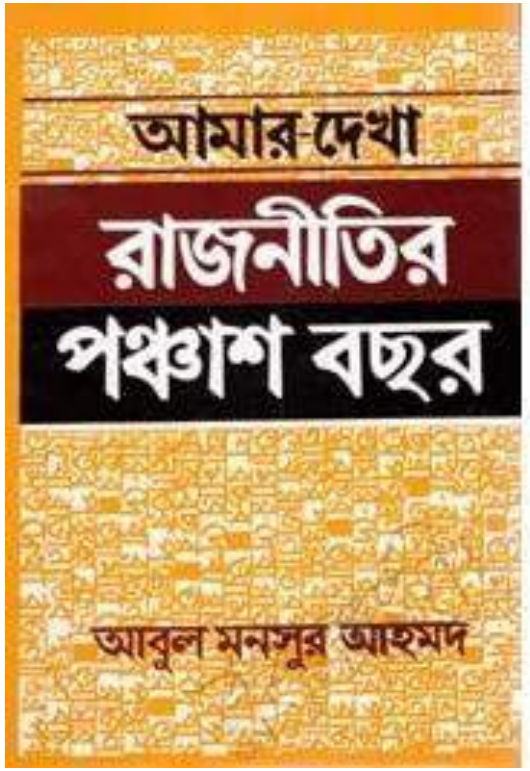

# গল্পগ্রন্থ

১) আয়না (১৯৩৫)

২) **ফুড কনফারেন্স** (১৯৪৪) এ দুটি ব্যঙ্গাত্মক গল্পগ্রন্থ ।

৩)গালিভারের সফরনামা (১৯৫৩, শিশুতোষ),

৪) আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।

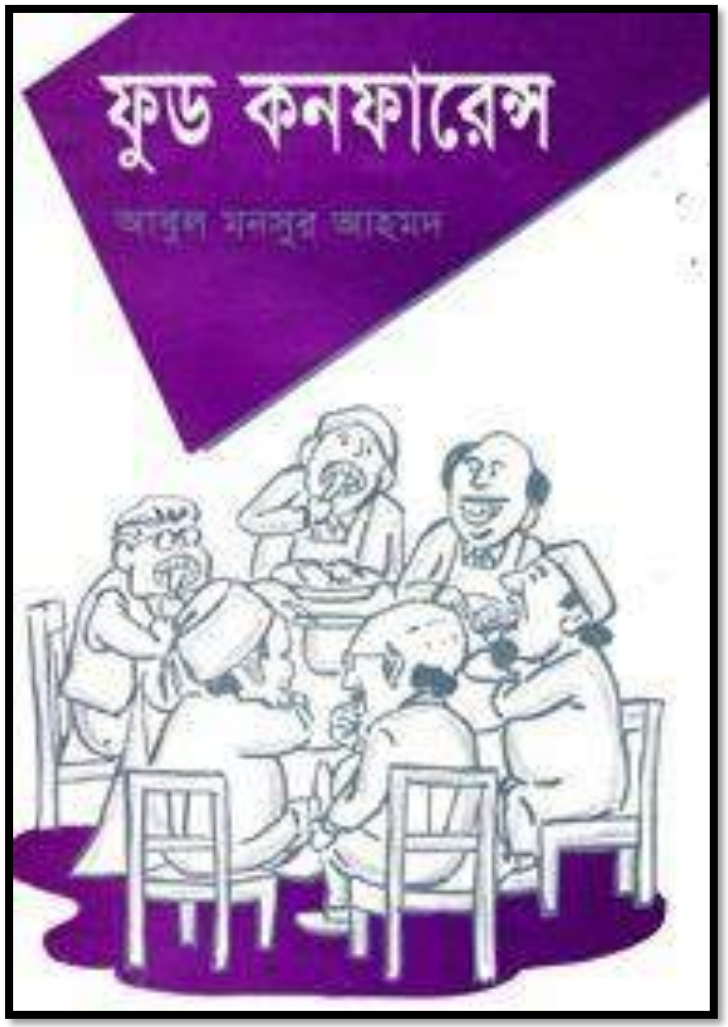


# ফুড কনফারেন্স

‘ফুড কনফারেন্স’ আবুল মনসুর আহমেদের শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল স্যাটায়ার।

এতে রয়েছে বিভিন্ন স্বাদের নয়টি ছোটগল্প। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ফুড কনফারেন্স, সায়েন্টিফিক বিযিনেস, লঙ্গরখানা, গ্রো মোর ফুড, জমিদারি উচ্ছেদ ইত্যাদি। প্রতিটা গল্পই ভিন্ন স্বাদের, কিন্তু মূল ভাবধারা এক। **তা হলো, সমাজের সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী রূপ।** গল্পগুলোর সময়কাল বাংলা **১৩৫০-১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এর উপজীব্য।** দুর্ভিক্ষে মানুষের মানবেতর জীবন তার সাথে সাথে ক্ষমতাসীনদের স্বার্থপরতা, উদাসীনতা ক্ষেত্রবিশেষে নির্বুদ্ধিতা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার- এ সবই ফুটে উঠেছে গল্পগুলোতে। সময়কাল আজ থেকে বহু বছর আগে হলেও, আজও এর গল্পগুলো ঠিক একইরকম প্রাসঙ্গিক।

যে গল্পের নামানুসারে এই বই সেই ‘ফুড কনফারেন্স’ গল্পে দেখা যায় সমসাময়িক দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র। **সেখানে শেরে-বাংলা, মহিষে বাংলা, সিংগীয়ে বাংলা, কুত্তায় বাংলা** ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজের সাধারণ মানুষের যে সমস্যা, দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ- তাতে নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নিষ্ঠুর উদাসীনতা।

**সমাজের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কিছু অবাস্তব নীতি নির্ধারণ, সমাজের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করার অনীহা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মিটিং-কনফারেন্সের নামে অহেতুক কালক্ষেপণ আর ভোজনবিলাস- এরকম নানা অসংগতি।** একপর্যায়ে এসব জটিল সমস্যা সমাধান করতে না পারার **দরুন দুর্ভিক্ষে মানুষের করুণমৃত্যু** এবং সমাজে মানুষহীন হয়ে যাওয়ার শেষ পরিণতি।

# উপন্যাস

- জীবনক্ষুধা (১৯৫৫),
- আবে হায়াত (১৯৬৮) ।

# স্মৃতিকথা

আত্মকথা (১৯৭৮)।

# আবদুল্লাহ আল মামুন

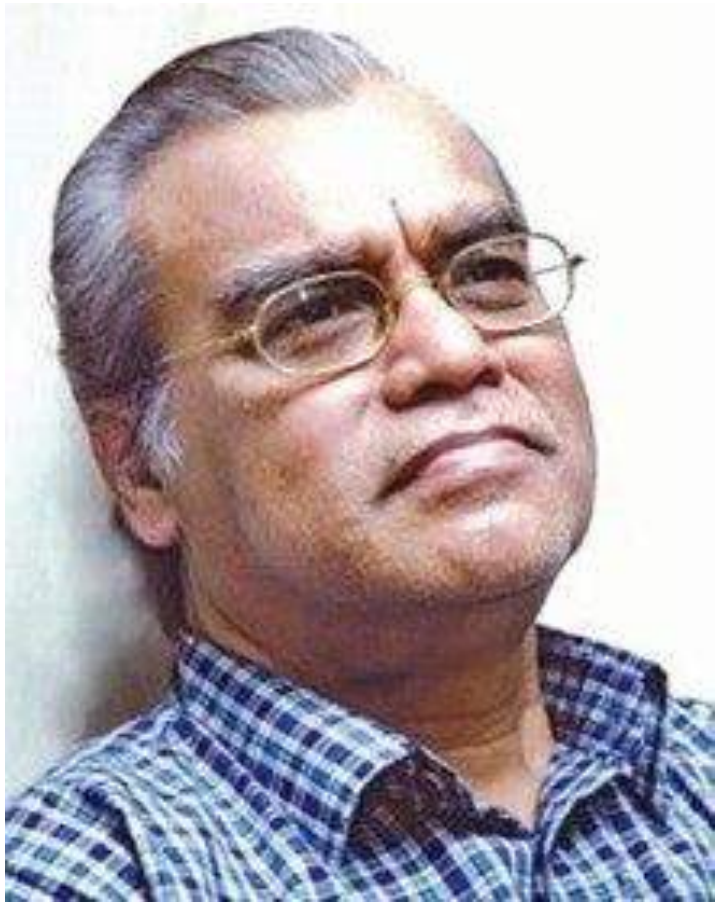

- আবদুল্লাহ আল মামুন ১৯৪৩ সালের ১২ জুলাই জামালপুর জেলা সদরের আমলা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

- তিনি মূলত নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা।

# নাটক: সুবচন নির্বাসনে

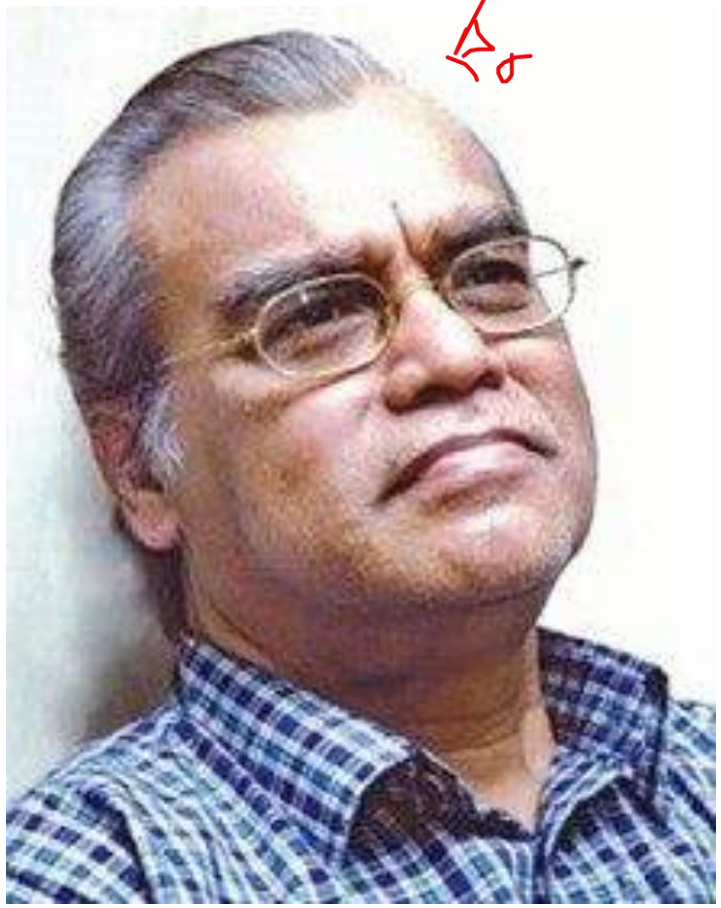

- **সুবচন নির্বাসনে :** আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৭৪) একটি মঞ্চ সফল জনপ্রিয় নাটক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সমাজে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত হয়েছে।

- নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে- স্কুল শিক্ষক বাবা, বড় ছেলে খোকন, ছোট ছেলে তপন এবং মেয়ে রানু। আদর্শবান স্কুল শিক্ষকের সন্তানেরা বাবার আদর্শকে ধারণ করে জীবনে চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বুঝতে বাধ্য হয় বাবার শিখানো নীতিবাক্যগুলো ঘুনেধরা সমাজে অচল। বড় ছেলে খোকন বি,এ, পাশ করে চাকরী খুঁজতে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে পুলিশে দেওয়া হয়। ছোট ভাই তপন এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে বেপরোয়া হয়ে উঠলে তাকেও পুলিশ খোঁজে। অন্যদিকে মেয়ে রানুর কেরানী স্বামী অফিসের বসের অনৈতিক বাসনা পূরণ করতে বলে। কিন্তু বাবার শিখানো সততার কাছে, হার না মেনে সে স্বামী সংসার ত্যাগ করে চলে আসে। **স্কুল-মাষ্টার সারাজীবন যে আদর্শে ছেলেমেয়েদের বড় করে তুলেছেন, সে আদর্শের জন্য প্রতিটি ছেলে মেয়ে সমাজে অচল হয়ে গেছে।**

P2A

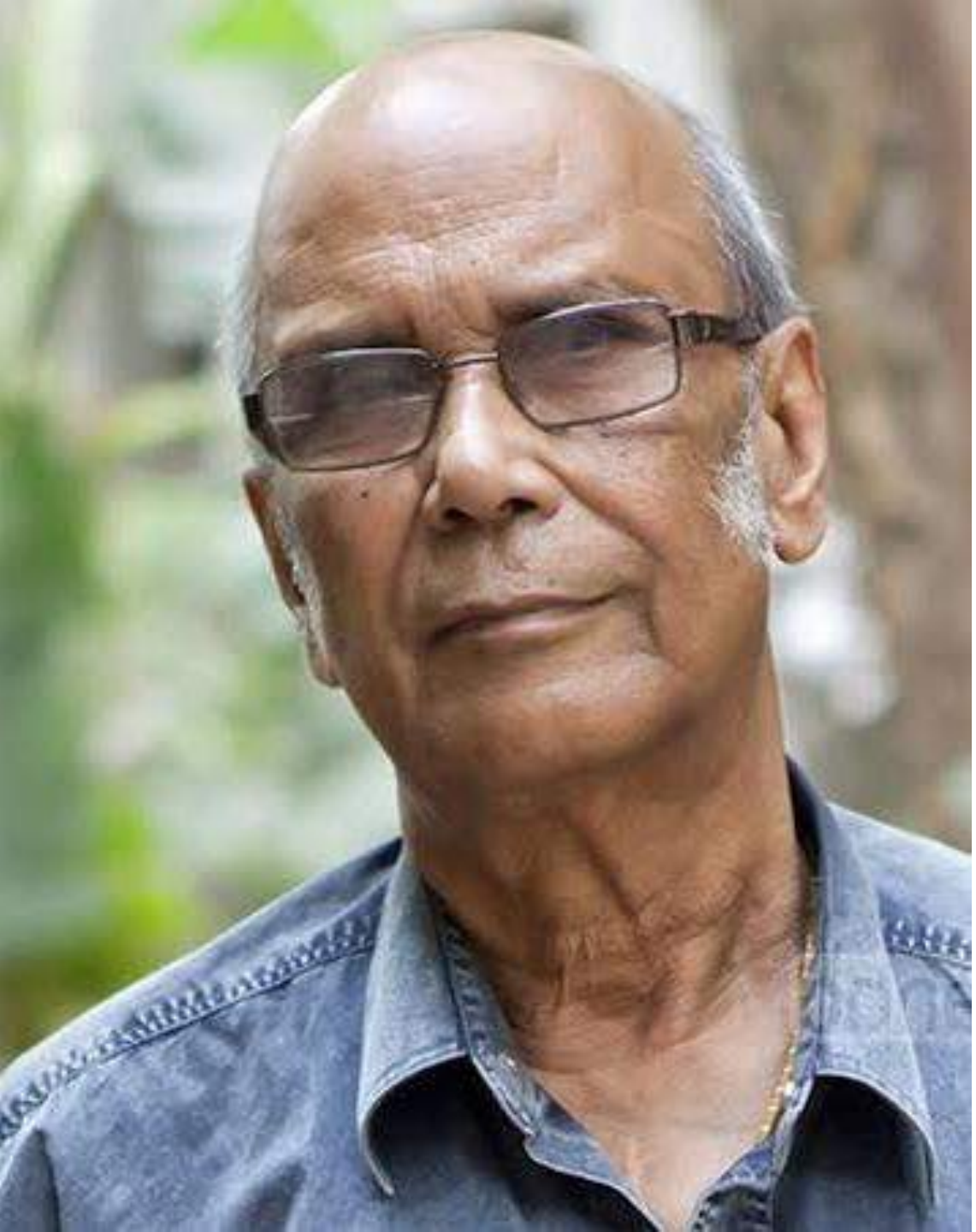

# সৈয়দ শামসুল হক

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫, **কুড়িগ্রাম**।

মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬, ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ।

**তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়।** কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

# সব্যসাচী লেখক

- যে সাহিত্যিক সাহিত্য ও শিল্পের সকল অঙ্গনে সমান দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখকগণ হচ্ছেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু এবং সৈয়দ শামসুল হক।

- তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হক সাহিত্যিক ভাষায় মূলত সব্যসাচী লেখক নন। তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলো তাঁর ভাইয়ের 'সব্যসাচী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হওয়ায় মূলত তাঁর ভক্তরা তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলে থাকেন।

# সৈয়দ শামসুল হক

- **কাব্যগ্রন্থ:** একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা, **পরানের গহীন ভিতর (আঞ্চলিক ভাষায়)**, কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে, আমি জন্মগ্রহণ করিনি ইত্যাদি ।
- **কাব্যনাট্য:** **পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়** ( মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক) , **নুরুলদীনের সারা জীবন,** ঈর্ষা, গণনায়ক , যুদ্ধ যুদ্ধ ।
- **গল্প:** তাস , আনন্দের মৃত্যু, জলেশ্বরীর গল্পগুলো ।
- **উপন্যাস:** অনুপম দিন, সীমান ছাড়িয়ে , **নীলদংশন** ( মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), **নিষিদ্ধ লোবান** ( মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস), সীমানা ছড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা।

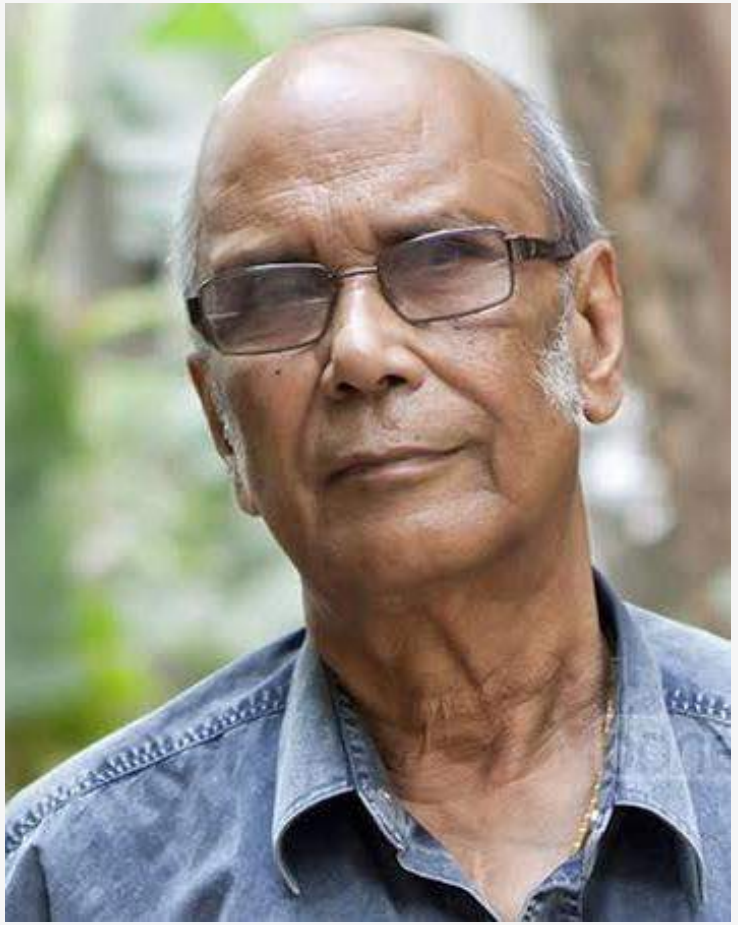

P2A

# পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

- "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" **নাটকের চরিত্র হিসাবে রয়েছে মাতবর, পীর সাহেব, মাতবরের মেয়ে , পাইক, গ্রামবাসী, তরুণ দল ও মুক্তিযোদ্ধারা।** মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করেই নাটকের পটভূমি তৈরি হয়েছে। কাব্যনাট্যটি মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও শুরুর সময়কার ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত।

- কালীপুর, হাজীগঞ্জ কিংবা ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী থেকে মানুষ আসছে দলে দলে। "মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান/ মানুষ আসতে আছে মহররমে ধূলার সমান"। নারী, পুরুষ, শিশু- সবাই । আসেন একজন পীর সাহেবও। সবাই জড়ো হয় গ্রামের মাতবরের বাড়িতে । উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই মাতবরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই মাতবরই হচ্ছেন নাটকের প্রধান চরিত্র । তিনি মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী, অর্থাৎ রাজাকার । গ্রামবাসীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটি শুরু হয়। তাদের সংলাপেই ধরা পড়ে তৎকালীন সময় আর প্রতিকূল-পরিস্থিতি।

- হতবিহ্বল গ্রামবাসী মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেদের করণীয় কিংবা বাঁচার উপায় মাতবরের কাছে জানতে চায়। **মাতবর যে পাকিস্তানপন্থী, সেটা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শুরুতে আন্দাজ করতে পারে না।** গ্রামবাসীর ধারণা, মাতবর ক্ষমতার অধিকারী ।তাই একমাত্র তিনিই পারেন ভয়াবহ এ বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে। মাতবর একপর্যায়ে তাদের আশ্বস্ত করেন, গত রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার দেখা ও আলাপ হয়েছে। তাই মাতবর সবাইকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখার জন্য বলেছেন। পাশাপাশি মুক্তিবাহিনী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন ।তবে মাতবরের আশ্বাসের পরও গ্রামবাসীর মনের দ্বিধা দূর হয় না ।এমনই এক সময়ে মাতবরের মেয়ে ঘরের বাইরে এসে জানায়, তার বাবা মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর।জোর করে গত রাতে তাকেও মাতবর পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

- **মাতবর ও তার মেয়ে এবং গ্রামবাসীর একের পর এক সংলাপে মুক্তিসংগ্রামের বিষয়গুলো পরিস্ফুটিত হতে থাকে।** মাতবর গ্রামবাসীকে জানান, তার মেয়েকে তিনি এক রাতের জন্য হলেও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন ।একপর্যায়ে মাতবরের মেয়ে অপমানে -লজ্জায় বিষপানে আত্মহত্যা করে ।ঘটনা এগোতে থাকে ।গ্রামের মানুষ মাতবরের মৃত্যু চায় । **এদিকে মাতবরের কানে বারবার পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে ।এই আওয়াজ আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনি ।**

P2A

# নূরলদীনের সারাজীবন

- 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের কাহিনী, ঘটনা এবং পটভূমি লেখকের সমসাময়িক কোনো বিষয় নয়। **এই কাব্যনাটকের বিষয় ঐতিহাসিক**।

- **ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।** ১৭৮৩ সালে জানুয়ারি মাসে জমিদার-জোতদার এবং কোম্পানির কুঠিয়ালদের অত্যাচার, অবর্ণনীয় শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়। সৈয়দ হক মূলত সেই কৃষক বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গণমানুষের মুক্তির যে সংগ্রামী চেতনার জাগরণমূলক আত্মপ্রত্যয় ও লক্ষণ দেখতে পান; তা-ই তাঁর এই কাব্যনাটকের মূলসুর।

P2A

# নিষিদ্ধ লোবান

**‘সৈয়দ শামসুল হক** ‘নিষিদ্ধ লোবান’ রচনা করেছেন ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে বই আকারে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে । ২০১১ সালে এই উপন্যাসের অবলম্বনেই নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু নির্মান করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র “ **গেরিলা”** ।

চরিত্র: “নিষিদ্ধ লোবান” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস ও সিরাজ।

# আল মাহমুদ

- আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই বাংলাদেশের **ব্রাহ্মণবাড়িয়া** জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ**
- ২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে ঢাকায় ধানমণ্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

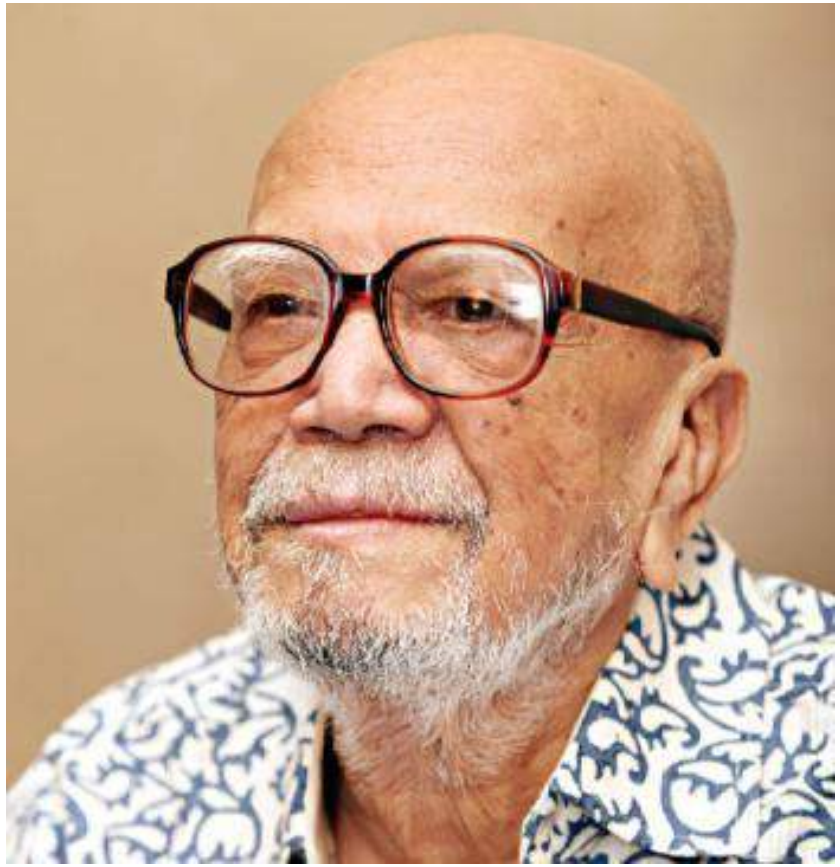

# আল মাহমুদ

- আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহ তাঁর কবিতার বিশেষ উপাদান।

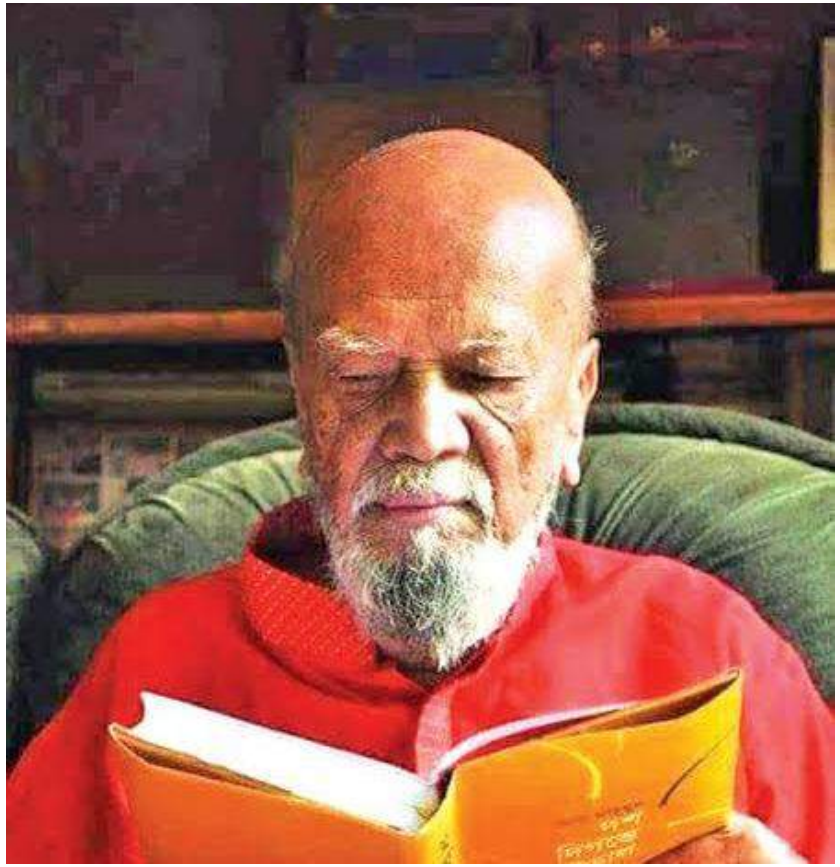

# সম্পাদক

- আল মাহমুদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সরকার বিরোধী সংবাদপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ (১৯৭২-১৯৭৪) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

# আল মাহমুদের কাব্য

- কালের কলস (১৯৬৬)
- **সোনালী কাবিন (১৯৭৩)**
- মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬)
- আরব্য রজনীর রাজহাঁস
- **বখতিয়ারের ঘোড়া**
- পাখির কাছে ফুলের কাছে

# গল্পগ্রন্থ

## পানকৌড়ির রক্ত

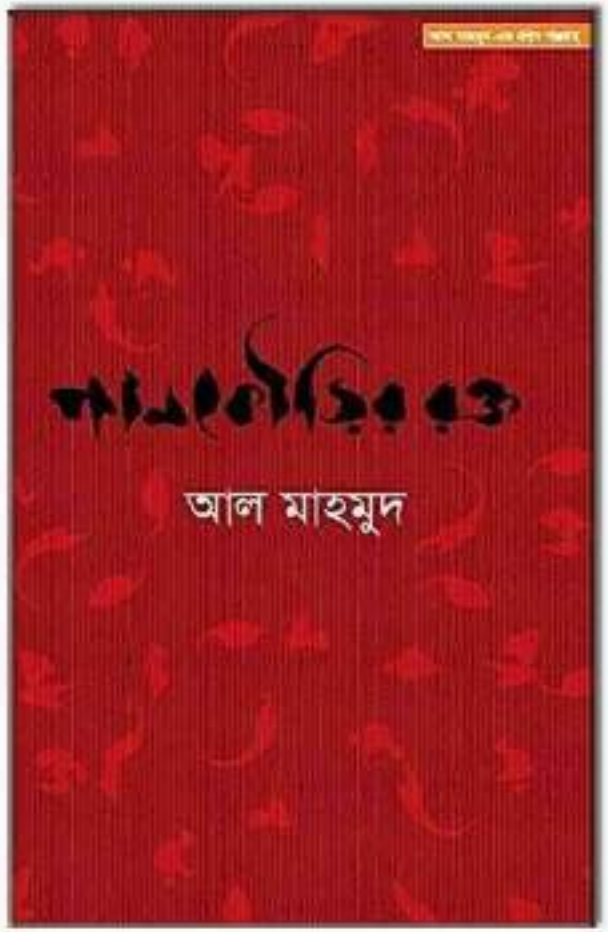

# উপন্যাস

- কাবিলের বোন (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)
- উপমহাদেশ
- ডাহুকী

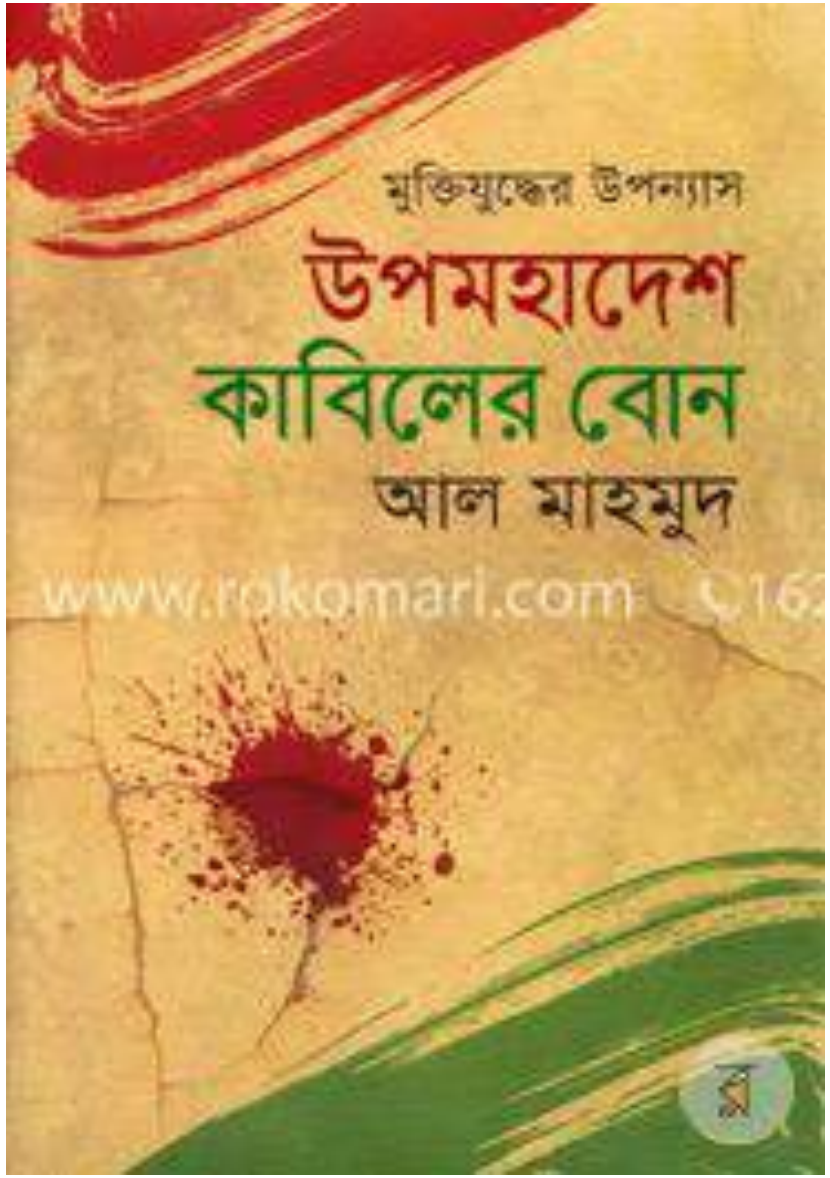

# সোনালী কাবিন

১.

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রুকুটি ;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি ;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি ।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাইর পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হব চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা ;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা ।

- **সোনালী কাবিন** আল মাহামুদের সনেট জাতীয় কাব্য যা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। আল মাহমুদ যে সকল সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে সোনালী কাবিন তাকে বেশি পরিচিতি প্রদান করেছে। এতে মোট ১৪টি সনেট রয়েছে এবং ৪১টি কবিতা রয়েছে।

# উপমহাদেশ

- ‘উপমহাদেশ’ কবি আল মাহমুদ রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার জীবনচিত্রকে আশ্রয় করে লেখা উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা না গেলেও যুদ্ধের ভয়াবহতা, হিংস্রতা, যুদ্ধের মাঝে প্রেম, দেশপ্রেম সব কিছুরই প্রতিচ্ছবি সত্যনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসেবেই বিবেচিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক এই উপন্যাসটির নাম রাখা হয়েছে 'উপমহাদেশ'। **উপন্যাসটি শুরু হয়েছে পরাধীন বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে, কাহিনী গিয়ে পৌঁছেছে ভারতে, উপন্যাসের শেষ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আক্ষরিক অর্থেই উপন্যাসের ব্যাপকতা ছিল উপমহাদেশ জুড়ে।**
- ‘উপমহাদেশ’ প্রথম পুরুষের বয়ানে রচিত। এর প্রধান চরিত্র তথা সমগ্র কাহিনী বয়ানকারী নায়ক ঢাকার পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিয়ান সৈয়দ হাদী মীর। তিনি একজন বেশ পরিচিত কবিও, বয়েস পঁয়ত্রিশের দিকে। ঢাকায় ২৫ মার্চের ঘটনার পর এক পর্যায়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে নারায়ণপুর বাজারে এসে অবস্থান করতে থাকেন। তার আসার দু’দিন আগে তার স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী হামিদা তার ছোটভাইকে নিয়ে ঢাকা থেকে দেশের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনো সন্ধান হাদী মীর পাচ্ছিলেন না।

# কাবিলের বোন

‘কাবিলের বোন’-এর মাধ্যমে। বিশালায়তনিক এই উপন্যাস ধারণ করেছে অনেক কিছু। উপন্যাসের শেষে এসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও এর প্রধান অনুষঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী, মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং এর তৎপরবর্তী সময়। এই বিশাল সময় ধারণ করেছে জাতিগত সংঘাত ও অস্তিত্ব বিপর্যয়ের কাহিনি, প্রেমের মনোজাগতিক জটিলতা ও দ্বান্দ্বিক পরিণতি, আত্মপরিচয়ের সংকট, মানবিক বিপর্যয়ের মর্মন্তুদ বিধেয়।

# হেলাল হাফিজ

- হেলাল হাফিজ (Helal Hafiz) ১৯৪৮ সালের ৭-ই অক্টোবর নেত্রকোনা জেলার বড়তলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুল থেকে ১৯৬৫ সালে মেট্রিক এবং ১৯৬৭ সালে নেত্রকোনা কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। ওই বছরেই কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৭২ সালে তিনি তৎকালীন জাতীয় সংবাদপত্র "দৈনিক পূর্বদেশে" সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন "দৈনিক পূর্বদেশের" সাহিত্য সম্পাদক। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি "দৈনিক দেশ" পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগদান করেন । সর্বশেষ তিনি দৈনিক যুগান্তরে কর্মরত ছিলেন।

- ১৯৮৬ সালে বহুল আলোচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই **‘যে জলে আগুন জ্বলে’** প্রকাশিত হয়।

- "যে জলে আগুন জ্বলে"--এ কাব্যগ্রন্থে হেলেন নামে এক নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যিনি ছিলেন কবির প্রেমিকা। তার সাথে বিচ্ছেদের পরে কবি প্রায় ২৫ বছর এক ধরণের স্বেচ্ছা-নির্বাসনে জীবন যাপন করেন। অতঃপর নির্বাসিত জীবন থেকে বেরিয়ে তিনি বর্তমানে ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের নিকটে বসবাস শুরু করেন।

- ২৬ বছর পর ২০১২ সালে আসে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **‘কবিতা একাত্তর’**।

- তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা **‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’;** এ কবিতার দুটি পঙক্তি **“এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়”**

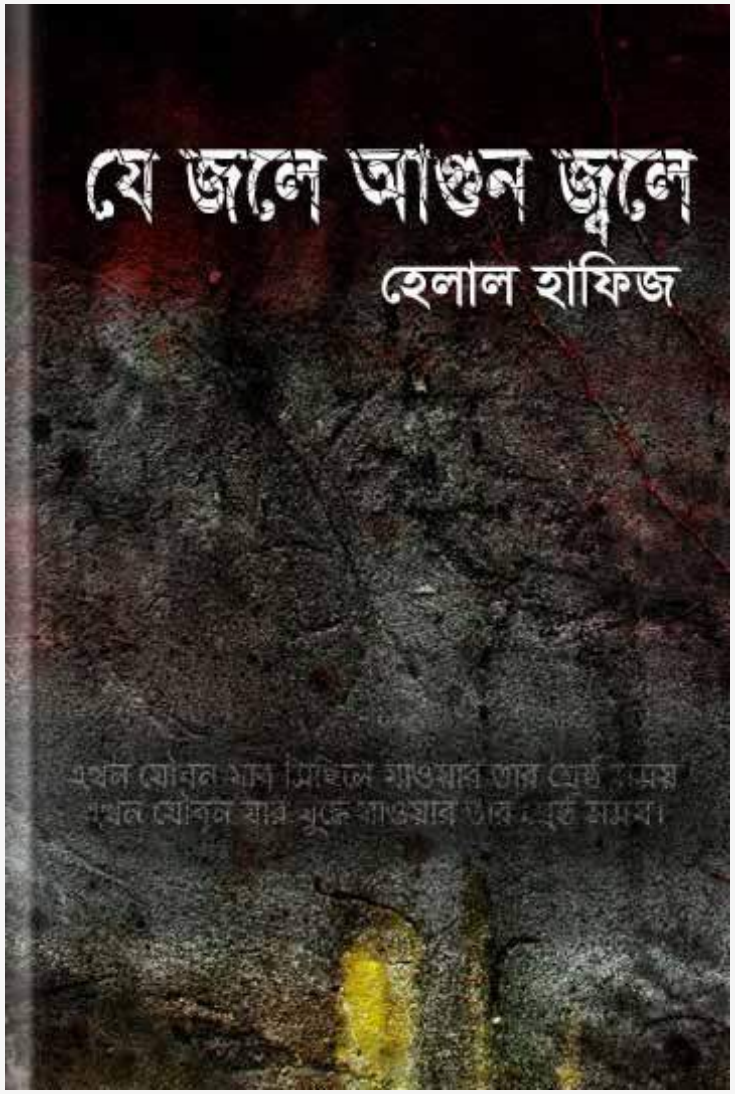

# হেলাল হাফিজের মৃত্যু

## ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

- THANK YOU